৫৭

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... AUG. 24 1999
পৃষ্ঠা 6 কলাম 4

কৃষিশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন

কৃষি বাংলাদেশের জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধির মেরুদন্ড। জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি হইল গাছের ন্যায়। কৃষি হইল তাহার মূল, শিল্প হইল শাখা এবং বাণিজ্য তাহার পাতা। মূলে ক্ষত দেখা দিলে তাহা সমস্ত গাছটিকে ধ্বংস করিয়া দেয়। কৃষি রাজস্বের প্রধান উৎস। কৃষি মানুষের জীবিকার উৎস, মানুষের বাঁচিয়া থাকার প্রধান উৎস। কৃষি একটি বিজ্ঞান। আর এই বিজ্ঞানের যুগে, 'কৃষক বাঁচাও, দেশ বাঁচাও' আন্দোলন সার্থক করার লক্ষ্যে অতিসত্বর মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। কেননা, আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশে জাতীয় আয়ের সিংহভাগই আসে কৃষি খাত হইতে। সীমিত কৃষি ভূমি হইতে জোগান দিতে হয় বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য সম্ভার। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৮৫% লোকের বসবাস গ্রামে। ৮০% লোকের কর্মসংস্থান হয় কৃষি খাতে। 'একবিংশ শতাব্দীতে এদেশকে আত্মনির্ভরশীল দেশ হিসাবে পরিচিতি লাভের জন্য এবং দেশের জনশক্তিকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার একটিমাত্র ক্ষেত্র হইল কৃষি। আর এই কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাইতে হইলে প্রয়োজন সুস্পষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে কৃষি শিল্পের বিকাশ ঘটান। আর তাহার জন্য শিক্ষিত কৃষক তৈরী করা প্রয়োজন।

১৯৯৪ সালে ষষ্ঠ হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত কৃষি শিক্ষাকে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু '৯৭ সালে কৃষি শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় করা হইয়াছে। দেশের কৃষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা গড়ে ৫% এসএসসি; ১০% ষষ্ঠ হইতে দশম শ্রেণী, বাকী ৮৫% ৫ম শ্রেণীর নীচে। তাহাদের পক্ষে আধুনিক প্রযুক্তি অনুধাবনসহ পারিপার্শ্বিক ও অর্থনৈতিক কারণে প্রযুক্তি মাঠে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইলে আধুনিক চাষাবাদ, ফসল উৎপাদন, শাক-সবজি, ফুল ও ফল উৎপাদন, বৃক্ষ রোপণ, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন, সুষম খাবার ও পুষ্টি, নার্সারী স্থাপন, পশুখাদ্য উৎপাদন, গুদামজাতকরণ, রেশম চাষ, মৌমাছি পালন ইত্যাদিতে জ্ঞান অর্জন করিয়া কৃষি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় তাহা সম্ভব নয়। কাজেই কৃষি খাতের অগ্রগতির জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি বিষয়ক শিক্ষার কোন বিকল্প নাই। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ জহির উদ্দীন,
২৬/এইচ, মনেশ্বর প্রথম লেন
ঝিগাতলা, ঢাকা